উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৩০ তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ : ০২ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ || ১৫ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল ১১.০০ টা
স্থান : নগর ভবন, সেন্টার পয়েন্ট (লেভেল-৮), প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে ফুল দিয়ে বরণ করেন এবং সভায় স্বাগত জানান। অত:পর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

আলোচ্যসূচি-১	:	**২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত ২৯তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত ২৯তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়।
সিদ্ধান্ত	:	২৯তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ় করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-২	:	**২৯তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি**
আলোচনা	:	সভায় ২৯তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে আহ্বান জানানো হয়।
সিদ্ধান্ত	:	২৯তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩	:	**ব্যক্তিমালিকানাধীন রাস্তার জমি ডিএনসিসি বরাবর হস্তান্তর সংক্রান্ত আইন স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ৮০ ধারার ২(গ) উপ-ধারার সংশোধন সংক্রান্ত।**
আলোচনা	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ৮০ ধারার ২(গ) উপ-ধারার বিধান অনুসারে রাস্তার ভূমি ডিএনসিসি বরাবর গ্রহণ করার বিধান বর্ণিত থাকলেও তা বেশ জটিল। কেননা রেজিস্ট্রার্ড দলিলের মাধ্যমে ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন খরচ কেউ বহন করতে রাজি থাকে না। এ ছাড়াও দাতা যদি মৃত ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর সকল ওয়ারিশদের একত্রে হাজির করাও অনেকাংশে কঠিন হয়ে পড়ে এবং তাতে কারো আগ্রহ থাকে না। এর ফলে কেউ রাস্তার জন্য জমি দান করতে চাইলেও এসব জটিলতার কারণে সম্ভব হয় না। এসব জটিলতার কারণে বিগত ১৪তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে (প্রয়াত মেয়র জনাব আনিসুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত) কর্পোরেশন সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যক্তিমালিকানাধীন রাস্তার জমি ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের মাধ্যমে ডিএনসিসি বরাবর হস্তান্তর গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ৮০ ধারার ২(গ) উপ-ধারার বিধান অনুসারে রাস্তার ভূমি তিনি ডিএনসিসি বরাবর হস্তান্তর গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ৩০০ টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের মাধ্যমে রাস্তার মালিকানা গ্রহণের অনুমোদন চেয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করার প্রস্তাব করেন। প্যানেল মেয়র ও ০৪ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ জামাল মোস্তফা বলেন, ১৯৯৪ সাল থেকে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে না-দাবিনামা নিয়ে রাস্তার জমি হস্তান্তর করা হচ্ছে। জটিলতা এড়ানোর স্বার্থে ৩০০

		টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের মাধ্যমে রাস্তার মালিকানা গ্রহণের বিষয়টি কর্পোরেশন সভায় অনুমোদন করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে পত্র প্রেরণ করা যায় মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।
সিদ্ধান্ত	:	জটিলতা নিরসনের লক্ষে সর্বশেষ জরিপ তফসিল ও নকশায় সীমানা চিহ্নিত করণ, জমির পরিমাণ, জমির মালিকানার স্বপক্ষে দলিল ও দাখিলাসহ ৩০০ টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নোটারীর মাধ্যমে রাস্তার মালিকানা গ্রহণ করে স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর অবহিতকরণ পত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৪	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মালিকানাধীন মার্কেটসমূহের অভ্যন্তরীণ টয়লেট এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে
আলোচনা	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, ডিএনসিসি মালিকানাধীন মার্কেটের অভ্যন্তরীণ টয়লেটসমূহ বর্তমানে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে কোনটি মার্কেট সমিতির ব্যবস্থাপনায়, কোনটি খাস আদায়, কোনটি ইজারা ইত্যাদি নানাবিধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে টয়লেটসমূহে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সুনাম ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। সভায় জানানো হয়, মার্কেটের অভ্যন্তরীন টয়লেটসমূহ বস্তুত: কোন পৃথক পাবলিক টয়লেট নয়। এসব টয়লেটসমূহ মার্কেটেরই অংশ এবং মার্কেটের ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের ব্যবহারের জন্যই এসব টয়লেট স্থাপন করা হয়েছিল। তিনি বলেন, খাস আদায় কিংবা ইজারার মাধ্যমে মার্কেটের টয়লেটসমূহ পরিচালনা করার কারণে মার্কেটের ব্যবসায়ীরা এবং মার্কেটে আগত ক্রেতা সাধারণ নানা সমস্যার মুখোমুখী হচ্ছেন।অনেক সময় ইজারাদারগণ অতিরিক্ত টাকা আদায় করেন এবং কোন কোন টয়লেট ইজারাদারগণ নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নও করছেন না। এর ফলে টয়লেট ইজারাদার ও মার্কেটের ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রায়শই বিরোধ দেখা দেয়। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সম্মানিত কাউন্সিলরগণ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, মার্কেটের অভ্যন্তরীণ টয়লেটসমূহ মার্কেটেরই অংশস্বরূপ নির্মাণ করা হয়েছিল। এসব টয়লেট কোন স্বতন্ত্র পাবলিক টয়লেট হিসেবে নির্মাণ করা হয়নি। মূলত: মার্কেটের ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের ব্যবহারের জন্যই এসব টয়লেট মার্কেটের অংশ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। ইজারা কিংবা খাস আদায়ের মাধ্যমে এসব টয়লেট পরিচালিত হওয়ার কারণে ইজারাদারদের দৌরাত্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ক্রেতা সাধারণ ও ব্যবসায়ীরা হয়রাণির সম্মুখীন হচ্ছেন। যার ফলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সুনাম ক্ষুন্ন হচ্ছে। উপরন্তু টয়লেট ইজারার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য রাজস্বও আহরিত হয়না। যেহেতু সিটি কর্পোরেশন সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান সেহেতু মার্কেটের টয়লেটসমূহ ইজারা/খাস আদায় প্রথার পরিবর্তে মার্কেটের বণিক সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়াই সমীচিন। এর ফলে ডিএনসিসি'র সুনাম বৃদ্ধি পাবে এবং ক্রেতা সাধারণ হয়রানি থেকে মুক্তি পাবেন।

একনজরে ডিএনসিসি মালিকানাধীন মার্কেটের অভ্যন্তরীণ টয়লেটসমূহের অঞ্চল ভিত্তিক তালিকা নিম্নরূপ-

অঞ্চল-৩

ক্রম	ওয়ার্ড	নাম	মন্তব্য
১	১৯	গুলশান- ১নং (দক্ষিণ) পাকা মার্কেট	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল- ৩ এর তত্বাবধায়নে মার্কেট কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে।
২		গুলশান- ২নং (দক্ষিণ) পাকা মার্কেট	
৩		গুলশান- ২নং (দক্ষিণ) কাঁচা মার্কেট	
৪		বনানী সুপার মার্কেট কাম হাউজিং কমপ্লেক্স টয়লেট	
৫	২০	মহাখালী কাঁচা বাজার টয়লেট	
৬	২৩	খিলগাঁও তালতলা সিটি কর্পোরেশন সুপার মার্কেট	

অঞ্চল -৫

ক্রম	ওয়ার্ড	নাম	মন্তব্য
১	২৬	কারওয়ান বাজার ১নং মার্কেটের টয়লেট	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা'র কার্যালয় কর্তৃক খাস আদায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।
২		কারওয়ান বাজার আড়ৎ ভবনের নীচ তলার টয়লেট	
৩		কারওয়ান বাজার আড়ৎ ভবনের দ্বিতলার টয়লেট	
৪		কারওয়ান বাজার কর্মকার পট্টিস্থিত টয়লেট	
৫		কারওয়ান বাজার কিচেন মার্কেটের টয়লেট	
৬		কলমিলতা মার্কেটের টয়লেট	
৭	২৯	মোহাম্মদপুর কাঁচাবাজার (কৃষিপণ্য পাইকারী মার্কেট) টয়লেট	
৮	৩১	মোহাম্মদপুর টাউন হল মার্কেটের নীচ তলার টয়লেট	